Jagannath University Journal of Arts, Vol. 9, No. 2, July–December 2019
ISSN 2519-5816

আল-কুর'আনের আলোকে নারীর পারিবারিক অধিকার: একটি পর্যালোচনা

মোস্তফা কামাল*

Abstract: Human families are comprise with marriage. Consisting of family is an inborn tendency of human nature. It can never be denised. Rather Islam has encouraged and emphasized on it. Happiness in Conjugal life can only be achieved by following Islamic rules and regulations. True success of human life depends on the prosperity of bridal life. Family is like a fort that reliefs stress and Pressure and ensure peace and security of human being social and national ease and security depend on guarding this fort. In other words to make the all aspects of society healthier, The structure of family and the environment of family life should be developed otherwise, no effort for an ideal nation and reformation of society will be fruitful. For all these reasons. Islam emphasized on healthy family life and sound relations among the family members. As the role of women in establishing peace in family is immense, the rights of women should be established strongly in our society. The holy book Quran has directed and guided properly in this regard. In This article quranic indications in establishing women's rights will be discussed

ভূমিকা

বিবাহের মাধ্যমেই মানব পরিবার গড়ে উঠে। আর পরিবার গঠন মানব–প্রকৃতির একটি সহজাত প্রবৃত্তি। এটিকে কোনভাবেই অস্বীকার করা যায় না। বরং এ ব্যাপারে ইসলাম যথাযথ উৎসাহ ও গুরুত্ব প্রদান করেছে। দুনিয়ায় ইসলাম নির্দেশিত বিধি-বিধান অনুসরণের মাধ্যমেই পারিবারিক জীবনে কাংখিত সুখ–শান্তি লাভ করা যেতে পারে। উল্লেখ্য যে, মানব জীবনের সত্যিকার সফলতা পারিবারিক জীবনের সফলতার ওপর নির্ভরশীল। মানবজীবনের ঈপ্সিত সুখার্জনে পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তি ও এর নিশ্চয়তা প্রদান অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের শান্তি, স্বস্তি ও নিরাপত্তার জন্য পরিবার একটি দূর্গ স্বরূপ। এ দূর্গ অক্ষুন্ন ও সুরক্ষিত থাকার ওপরেই নির্ভর করে সামাজিক ও জাতীয় জীবনের নিরাপত্তা, সুস্থতা ও স্থিতি। অর্থাৎ সমাজ জীবনের বিভিন্ন দিক ও বিভাগকে সুস্থ ও সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে হলে পারিবারিক জীবনকে সুন্দর কাঠামোতে গড়ে তোলা আবশ্যক। অন্যথায় সমাজ সংস্কার ও আদর্শ জাতি গঠনের কোন প্রচেষ্টাই সফল হতে পারে না। এসব কারণে ইসলাম সুস্থ পারিবারিক জীবনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। আর পারিবারিক সুখ-শান্তি রক্ষায় নারীর ভূমিকাও অপরিসীম। তাই আমাদের সমাজে নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক। এ ক্ষেত্রে মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন যথাযথ ও সঠিক নির্দেশনা প্রদান করেছেন। আলোচ্য প্রবন্ধে নারীর পারিবারিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় আল-কুর'আনের নির্দেশনা সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

* সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, বাংলাদেশ

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি রক্ষায় নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা আবশ্যক, যা কুর'আন-হাদীসের বর্ণনায় অকাট্যভাবে প্রমাণিত সে সম্পর্কে আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের অবতারণা।

গবেষণা পদ্ধতি

এ প্রবন্ধটি প্রাথমিক উপাত্তের ওপর নির্ভরশীল; যা ইসলাম ধর্মের প্রথম দুটি উৎস কুর'আন ও হাদীস থেকে সংগ্রহ করে আলোচনা

আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বর্তমান বিশ্বে বহুল প্রচলিত শিকাগো স্টাইল গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

পরিবার পরিচিতি

পরিবার শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিজন, আত্মীয়, স্বজন, পোষ্যবর্গ, একান্নবর্তী সংসার, পত্নী ইত্যাদি।[১] মানব পরিবার বলতে তার আত্মীয়স্বজন ও নিকটতম ব্যক্তিগণকে বুঝায়। এর আরবি প্রতিশব্দ উসরাহ (أسرة), অর্থ : শক্তি। মানুষ যেহেতু তাদের দ্বারা শক্তিশালী হয় তাই এ নামেই নামকরণ করা হয়েছে।[২]

আল-কুর'আনে (أسرة) 'উসরাহ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। ফকীহগণ তাঁদের কিতাবাদিতেও শব্দটি ব্যবহার করেননি। তবে বর্তমানে কোনো ব্যক্তির পোষ্যবর্গ, যেমন স্ত্রীসহ ঊর্ধ্বতন ও অধস্তন সদস্যগণকে বুঝাতে 'উসরাহ' শব্দটি প্রয়োগ হচ্ছে। অতীতকালে ফকীহগণ পরিবার বুঝাতে আল (ال) আহ্ল (أهل) ও 'ইয়াল (عيال) শব্দসমূহ ব্যবহার করতেন। যা মহাগ্রন্থ আল-কুর'আনেও বিদ্যমান রয়েছে।[৩]

হাশিয়ায়ে ইবনে আবেদীনে বলা হয়েছে, কোনো ব্যক্তির আহল তার স্ত্রী। সাহেবাইন (ইমাম আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ) বলেন : দাস ছাড়া ভরণ-পোষণের আওতাধীন সকলেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত।[৪]

পরিভাষায় বলা যায় যে, পরিবার হচ্ছে একটি সার্বজনীন, স্থায়ী ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। যাকে সামাজিক জীবনের চিরন্তন বিদ্যালয় বলা হয়। মানবসমাজের প্রথম ও প্রাচীনতম বুনিয়াদি প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার।[৫]

অন্যভাবে বলা যায়, পরিবারই হচ্ছে মানবসমাজের সূচনাস্থল, মানববংশ বৃদ্ধির কেন্দ্রস্থল, তার বিকাশ ও লালন কেন্দ্র। মানুষের মানবীয় গুণাবলী অর্জনের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষেত্র। মানবসন্তানের উত্তম শিক্ষাকেন্দ্র। পরিবার মানবসমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্রতম ইউনিট বটে; তবে গুরুত্ব ও প্রয়োজনীতার দিক থেকে এর অবস্থান অত্যাধিক। এক কথায় বিকল্পহীন। এটি মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনের সার্থক প্রতিষ্ঠান। পরিবারকে ঘিরেই মানুষের সামাজিক জীবন আবর্তিত হয়ে থাকে। মানব সন্তানের জন্ম, লালন ও সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।[৬]

তাই এটি মানবজীবনের জন্য অনিবার্য একটি প্রতিষ্ঠান। মানুষের দুনিয়ার জীবনের সর্বোত্তম আশ্রয় ও প্রশান্তির স্থান। একান্নবর্তী মানুষের বসবাসের আদর্শ স্থান। এদিকে লক্ষ্য রেখেই পরিবারের সংজ্ঞা প্রদানে বলা হয়েছে যে, দাম্পত্য জীবনের আকর্ষণ, সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের তাগিদ, আত্মরক্ষা, নিরাপত্তা, সঙ্গপ্রিয়তা ও সমাজবদ্ধ জীবনের সহজাত প্রবৃত্তিকে পরিবার বলে।[৭]

অপরদিকে কোন কোন মুসলিম মনীষী বলেন : পরিবার হল সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। বহু সংখ্যক পরিবারের সমন্বয়ে গড়ে উঠে সমাজ। আর সমাজের এ বিকশিত ও সুসংগঠিত রূপ হলো রাষ্ট্র।

পরিবার প্রথার অবর্তমানে সমাজ টিকতে পারেনা। সুতরাং সমাজ ও তমুদ্দুনিক সুস্থতার জন্য পরিবার অপরিহার্য। বিয়ের মাধ্যমে নারী-পুরুষের মাধ্যমে যে দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়, তাতে সূচনা হয় তাদের পারিবারিক জীবনের। তাছাড়া মানুষ সামাজিক জীব বিধায় তারা একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকতে চায়, এজন্য পরিবার গঠন একান্ত আবশ্যক।[৮]

পারিবারিক জীবন গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ইসলামে পরিবারভিত্তিক জীবন গঠনের মূল উদ্দেশ্য জৈবিক চাহিদা তথা যৌন প্রয়োজন ও প্রবণতাকে চরিতার্থ করাই নয়। বরং ইসলামের আলোকে বিবাহ পূর্বক যৌনতা নিবারণ হচ্ছে বৈবাহিক বা দাম্পত্য জীবনের একটি একান্ত সাধারণ ও স্বাভাবিক বিষয়। বস্তুত দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের রয়েছে এক মহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। পারিবারিক জীবন যাপনের মুখ্যতম লক্ষ্য স্ত্রী-পুরুষের যৌন জীবনে পরম শান্তি পারস্পরিক অকৃত্রিম নির্ভরতা, উভয়ের মনে স্থায়ী শান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ। কিন্তু এ কথাই চূড়ান্ত নয়, বরং বংশ সৃষ্টি, সদ্যজাত শিশু-সন্তানদের আশ্রয়দান, তাদের সুষ্ঠু লালন-পালন ইত্যাদি এর বৃহত্তর লক্ষ্যের অন্যতম। মানব সন্তানের জীবন হয়তবা পারিবারিক জীবন ছাড়াও সম্ভব, কিন্তু তার পবিত্রতা বিধান, সুষ্ঠুতা, লালন-পালন ও সংরক্ষণ এবং ভবিষ্যত সমাজের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা পারিবারিক জীবন ছাড়া আদৌ সম্ভব নয়। বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা গঠিত স্বামীত্ব ও স্ত্রীত্ব এবং এদের সম্মিলিত জীবন যাপনের মুখ্যতম উদ্দেশ্য পাশবিক লালসা সর্বস্ব কামোদ্দিপনা চরিতার্থ করাই নয় বরং এর প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে সন্তান জন্মদান এবং তাদের লালন পালন করা এবং তাদেরকে যোগ্য নাগরিক, উত্তম ব্যক্তি ও আল্লাহর উপযুক্ত বান্দারূপে গড়ে তোলা। এ বিষয়টি পবিত্র কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রতিভাত হয়। মহান আল্লাহ বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.

"হে মানব জাতি, তোমরা তোমাদের সে মহান প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণী থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন তার থেকে তার জুটিকে এবং এ দু'জন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু সংখ্যক পুরুষ ও স্ত্রীলোক।"[৯]

বিবাহের উদ্দেশ্য যে সন্তান জন্মদানের মাধ্যমে মানব সৃষ্টির ক্রমধারা প্রবাহ সংরক্ষণ করা তা কুর'আনের নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারাও বুঝা যায়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ .

"তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের ক্ষেত স্বরূপ। অতএব, তোমরা তোমাদের ক্ষেতে গমন কর যেভাবে তোমরা চাও এবং তোমাদের ভবিষ্যত রচনার ক্ষেত্রে এখনই ব্যবস্থা গ্রহণ কর।"[১০]

এ ব্যাপারে সংক্ষেপে বলা যায়, পারিবারিক জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য শুধু বিশেষ প্রবৃত্তিকে দমন করাই নয় বরং এর বৃহত্তর উদ্দেশ্য সন্তান লাভ ও উপযুক্ত লালন-পালনের মাধ্যমে তাদের উপযুক্ত মানুষরূপে গড়ে তোলা। "সন্তান আল্লাহ প্রদত্ত বিশেষ নিয়ামত বা অনুগ্রহ। বস্তুত স্বামী-স্ত্রীর আবেগ-উচ্ছাসপূর্ণ প্রেম-ভালোবাসার পরিণতি ও পরিপূর্ণতা লাভ করে এ সন্তান জন্মলাভের মাধ্যমে। সন্তান দাম্পত্য জীবনের নিস্কলংক পুষ্প বিশেষ। সন্তানাদির ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .

"ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্তুতি দুনিয়াবী জীবনে সৌন্দর্য ও সুখ শান্তির উপাদান বা বাহন।"[১১]

এ ছাড়া পৃথিবীর প্রথম নারী হাওয়া আ. কে সৃষ্টির কারণ হচ্ছে আদম 'আলাইহিস্ সালামের

নিঃসঙ্গতা দূরীকরণ ও স্বস্তিলাভ যাতে সে শান্তি পায় ও পৃথিবীতে বংশ বৃদ্ধির মাধ্যম হিসেবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা কুর'আনে বলেছেন :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا.

"তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে এবং তার থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া, যাতে তার কাছে সে শান্তি পায়।" [১২]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আর তাঁর নিদর্শনাবলীর মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের মধ্য থেকে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি লাভ কর এবং সৃষ্টি করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালবাসা ও দয়া। নিশ্চয় এতে ঐ সকল লোকের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা গভীরভাবে চিন্তা করে।"[১৩]

এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে 'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ রা. হতে বর্ণিত; তিনি বলেন : "আদম জান্নাতে অবস্থান করলেন এবং সেখানে ইচ্ছামত চলাচল করতে লাগলেন। সেখানে তাঁর কোন স্ত্রী ছিল না যার দ্বারা তিনি শান্তি লাভ করতে পারেন। অতঃপর তিনি সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন এবং যখন জাগ্রত হন তখন তাঁর মাথার কাছে একজন নারীকে বসা দেখেন, যাকে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন তার পাঁজরের হাড় হতে।"[১৪]

হাদীসের পাশাপাশি উক্ত আয়াতের (لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) এ অংশের ব্যাখ্যায় 'আদওয়াউল বায়ান' নামক তাফসীরগ্রন্থে এসেছে : আল্লাহ্ তা'আলা হাওয়াকে আদম থেকে সৃষ্টি করেছেন যাতে হাওয়ার দ্বারা সে শান্তিলাভ করে এবং সঙ্গী হিসেবে চলতে পারে।[১৫] এ মতের সাথে আলূসী ও বাগাভী রহ. একমত পোষণ করেছেন।[১৬]

কুর'আন, হাদীস ও অন্যান্য বর্ণনা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আদম 'আলাইহিস্ সালামের মানসিক প্রশান্তি ও নিঃসঙ্গতা দূরীকরণের জন্যই হাওয়া এর সৃষ্টি। আল্লাহ যদি সমস্ত আদম সন্তানকে পুরুষ হিসেবে সৃষ্টি করতেন এবং অন্য জাতির প্রাণীদের তাদের স্ত্রী করতেন, তবে তাদের মধ্যে ঘৃণার সৃষ্টি হত। আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় অনুগ্রহে একই জাতি হতে স্বামী-স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ভালবাসা সৃষ্টি করেছেন। আর এ ভালবাসার কারণে স্বামী তার স্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করে। স্ত্রী সন্তান প্রসব করে এবং স্বামীর প্রতি মুখাপেক্ষী হয়। এ কারণে স্বামী তার স্ত্রীর প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করে। কাজেই প্রতীয়মান হয় যে, আদম 'আলাইহিস্ সালামের শান্তির জন্যই হাওয়া সৃষ্টির প্রথম কারণ।

হাওয়া সৃষ্টির দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, পৃথিবীর সর্বত্র মানবজাতি ছড়িয়ে দেয়া। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء.

"হে মানব! তোমরা ভয় কর তোমাদের রবকে, যিনি পয়দা করেছেন তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে এবং যিনি পয়দা করেছেন তার থেকে তার জোড়া,আর ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের দু'জন থেকে অনেক নর ও নারী।"[১৭]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا.

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে এবং তোমাদেরকে পরিণত করেছি বিভিন্ন জাতিতে ও বিভিন্ন গোত্রে, যাতে তোমরা পরস্পরকে চিনতে পার।"[১৮]

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ে আদম ও তাঁর স্ত্রীর মাধ্যমে পৃথিবীতে মানবকুল ছড়িয়ে দেয়া প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের (وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا) 'তা থেকেই তাঁর জোড়া সৃষ্টি করেছেন' এবং (إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى) 'আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক থেকে' আয়াতাংশদ্বয় দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা স্বীয় পরিকল্পনা অনুযায়ী আদম 'আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার থেকে তাঁর সঙ্গিনী হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর তাঁদের উভয় থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাভেদে পৃথিবীর সকল মানব-মানবীকে সৃষ্টি করেছেন। আদম 'আলাইহিস্ সালামকে সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলার পরিকল্পনা ছিল তিনি এ পৃথিবীতে তাঁর খলীফা[১৯] পাঠাবেন। এর অপরিহার্য অবলম্বন হিসেবেই তিনি হাওয়াকে সৃষ্টি করেছেন।

উক্ত আয়াতে বুঝা যায়, দাম্পত্য জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে চরিত্র ও সতীত্বের সংরক্ষণ করা। একই প্রসঙ্গে পবিত্র কুর'আনের অন্যত্র রয়েছে :

آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ .

"তোমরা তাদেরকে মোহর প্রদান পূর্বক বিবাহসূত্রে আবদ্ধ করবে এবং প্রকাশ্যে অথবা গোপনে অবৈধ প্রেমের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না।"[২০]

এ বিষয়টিকে হাদীসে আরও স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। বিবাহের নির্দেশ, এর ফলাফল ও উদ্দেশ্য বর্ণনাপূর্বক মহানবী স. বলেন :"বিয়ে হচ্ছে দৃষ্টির নিয়ন্ত্রনকারী ও বিশেষ অঙ্গের পবিত্রতা রক্ষাকারী।"[২১]

আল-কুর'আনের আলোকে নারীর পারিবারিক অধিকার

ক. মা হিসেবে নারীর পারিবারিক অধিকার : পিতা-মাতার নাফরমানি তথা তাদের অবাধ্য হওয়া এবং কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ। তাওবা ছাড়া এবং পিতা-মাতা মাফ না করলে এ গুনাহ মাফ হয় না। মায়ের অধিকার ও মর্যাদা ইসলাম সর্বাগ্রে ঘোষণা করেছে। আর এটির ভিত্তি হলো পরিবার থেকে। পরিবারের ছেলে-মেয়েদের মাধ্যমেই এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا . وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا .

"আর তোমার রব আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও ইবাদত কর না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর। যদি তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্য উপনীত হয়, তবে তুমি তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বল না এবং তাদেরকে ধমক দিও না ; তাদের সাথে বিনম্রভাবে সম্মানসূচক কথা বল।"[২২]

খ. বোন হিসেবে নারীর পারিবারিক অধিকার : কুর'আন যেমনিভাবে মা হিসেবে নারীর অধিকার দিয়েছে, তেমনি বোন হিসেবেও নারীর পারিবারিক অধিকার দিয়েছে। এমনকি পিতার সম্পত্তিতেও তাদের অংশ নির্ধারণ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا .

"আল্লাহ্ তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে তোমাদের আদেশ করেন ; এক পুত্রের অংশ দু'কন্যার অংশের সমান। তবে যদি শুধু কন্যা থাকে দু'জনের অধিক তাহলে তাদের জন্য ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তির তিন ভাগের দুই ভাগ, আর যদি কন্যা একজন থাকে তবে তার জন্য অর্ধেক। যদি মৃতব্যক্তির সন্তান থাকে, তবে তার পিতা-মাতা প্রত্যেকে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ছয় ভাগের একভাগ পাবে। যদি সে নিঃসন্তান হয় এবং তার পিতা-মাতাই ওয়ারিশ হয়, তাহলে মা পাবে তিন ভাগের এক ভাগ ; কিন্তু যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ। এ সবই মৃতব্যক্তির যে অসিয়ত করে গেছে তা দেয়ার ও ঋণ পরিশোধ করার পর। তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তানদের মধ্যে উপকারে কারা তোমাদের নিকটতর তা তোমরা জান না। এ ব্যবস্থা আল্লাহর তরফ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয় আল্লাহ্ হলেন সর্বজ্ঞ, হিকমতওয়ালা।"[২৩]

গ. **খালা হিসেবে নারীর পারিবারিক অধিকার :** মাতার পর খালা হিসেবে ইসলাম নারীর পারিবারিক অধিকার দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

"তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের ভগিনী, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা, ভগিনী কন্যা, দুধমাতা, দুধবোন, শাশুড়ী, তোমাদের স্ত্রীদের পূর্ব স্বামীর ঔরসজাত কন্যা যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, যদি তোমরা ঐ স্ত্রীদের সাথে সহবাস করে থাক। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক তাহলে কোন অপরাধ নেই এবং তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা। পূর্বে যা গত হয়েছে, তা হয়েছে। নিশ্চয় আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[২৪]

ঘ. **কন্যা হিসেবে নারীর পারিবারিক অধিকার :** প্রাক-ইসলামী যুগে কন্যা হিসেবে নারীর কোন অধিকার ও মর্যাদা ছিল না। কন্যা সন্তান জন্ম নিলে তাকে জীবন্ত কবর দেয়া হত এবং পিতা কন্যা সন্তানের জন্মকে চরম অপমানজনক মনে করত। অথচ কুর'আন কন্যা হিসেবে নারীকে দিয়েছে যথাযথ ও পরিপূর্ণ পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার। কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ . يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ .

"আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় এবং সে মনের মধ্যে ক্রোধ চেপে রাখে। তাকে যে সুসংবাদ দেয়া হল তার লজ্জায় সে নিজের লোকদের কাছ থেকে পালিয়ে বেড়ায় ; সেভাবে অপমান সহ্য করেও তাকে

জীবিত রেখে দেবে, না কি মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে? জেনে রেখ, কত নিকৃষ্ট তাদের সিদ্ধান্ত!"[২৫]

ঙ. **স্ত্রী হিসেবে নারীর পারিবারিক অধিকার :** প্রাক-ইসলামী যুগে আরব সমাজের স্ত্রী হিসেবেও নারীদের চরম অমর্যাদা ও অপমান ভোগ করতে হত। সমাজ ও পরিবারে নারী বলতে হীন, নগণ্য ও দয়ার পাত্রী মনে করা হত। তাদের সাথে নিতান্ত দাসী-বাঁদীর মত ব্যবহার করা হত। যদিও সে সমাজে পুরুষ দাসও ছিল। ইসলাম এ ক্ষেত্রে স্ত্রী হিসেবে নারীদের এ অপমান দূর করে তাদেরকে সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছে। প্রথমত ঘোষণা করা হয়েছে, তারা নারী বলে মৌলিক অধিকার লাভের ক্ষেত্রে পুরুষের তুলনায় কিছুমাত্র কম নয়। মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

"তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী তিন রজঃস্রাব কাল প্রতীক্ষায় থাকবে। তারা আল্লাহ্ এবং আখিরাতে বিশ্বাসী হলে তাদের গর্ভাশয়ে আল্লাহ্ যা সৃষ্টি করেছেন তা গোপন রাখা তাদের পক্ষে বৈধ নহে। যদি তারা আপোস-নিষ্পত্তি করতে চায় তবে উহাতে তাদের পুনঃ গ্রহণে তাদের স্বামিগণ অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সংগত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; কিন্তু নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে। আল্লাহ্ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[২৬]

নিম্নে স্ত্রী হিসেবে নারীর পারিবারিক অধিকার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. **মহর :** স্ত্রীর প্রতি স্বামীর প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে, সন্তুষ্টচিত্তে তার মহর পরিশোধ করে দেয়া। মহর বিবাহের একটি জরুরি ও পূর্বশর্ত। ইসলাম মহর পরিশোধ করাকে স্বামীর ওপর ফরজ করে দিয়েছে। মহর স্বামীর ওপর স্ত্রীর একটি অধিকার। এটি আদায় করা প্রত্যেক স্বামীর ওপর ফরজ তথা অবশ্য কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً.

"আর আনন্দের সাথে (ফরজ মনে করে) স্ত্রীদের মহর আদায় করে দাও।"[২৭]

সন্তুষ্ট চিত্তে স্ত্রীর সম্মতি ছাড়া স্বামী মহর থেকে ব্যয় করা বৈধ হবে না। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَلاَ يَحِل لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

"আর তাদেরকে যা কিছু দিয়েছ বিদায় করার সময় তা থেকে কিছু ফিরিয়ে নেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়"।[২৮]

২. **ভরণ-পোষণ :** স্বামীর ওপর স্ত্রীর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হলো তার ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেন :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ.

"সচ্ছল ব্যক্তি তার সচ্ছলতা অনুপাতে খরচ করবে। আর যাকে স্বল্প পরিমাণ রিযিক দেয়া হয়েছে সে আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তা থেকে খরচ করবে।"[২৯]

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হচ্ছে, স্ত্রীর ভরণ–পোষণের ব্যবস্থা করা। ভরণ–পোষণের ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা উত্তম। এ ব্যাপারে স্ত্রীদেরকে সবসময়ই অধিকতর সতর্ক থাকতে হবে যাতে স্বামীর সাধ্য–সামর্থ্যের বাইরে কিছুই চাওয়া না হয়।

৩. **সদ্ব্যবহার :** স্বামীর অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব–কর্তব্য হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সদ্ব্যবহার করা। বস্তুত: সদ্ব্যবহার পাওয়া স্বামীর ওপর স্ত্রীর একটি বিশেষ অধিকার। কেননা বৈবাহিক সম্পর্কটাই হচ্ছে, প্রেম–প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক। স্বামী স্ত্রীকে আন্তরিকভাবে ভালবাসবে, চমৎকার সান্নিধ্যে স্ত্রীকে করে তুলবে একান্ত আপন। মহান আল্লাহ্ বলেন :"তাদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন করবে।"

৪. **স্ত্রীর সাথে রাত্রিযাপন :** স্ত্রীর সাথে রাত্রিযাপন ও তার স্বামী-স্ত্রীর যৌনমিলনেরও অধিকার একজন নারীর পারিবারিক অধিকার। এ অধিকার থেকে বঞ্চিত নারীরা অনেক সময় অসৎ পথে এ চাহিদা পূরণ করে থাকে; যা মানব সমাজকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে যেতে পারে। আর এ অধিকার মহান আল্লাহ নারীকে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর ঘোষণা :

فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ.

"অতঃপর সে যখন তার সাথে সঙ্গম করল তখন স্ত্রী লঘুভার গর্ভধারণ করল, তারপর সে তা নিয়ে অক্লেশে চলাফেরা করতে থাকল। পরে গর্ভ যখন বোঝা হয়ে গেল তখন তারা উভয়ে তাদের রব আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করল: যদি তুমি আমাদেরকে নিখুঁত সুস্থ সন্তান দান কর, তবে অবশ্যই আমরা শোকরগুজার হব।"[৩০]

মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত পোষণ করেছেন। হাওয়া এর গর্ভে কতজন সন্তান জন্মগ্রহণ করে তা নিয়ে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। এক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হাওয়া মোট ৪০ জন সন্তান জন্ম দেন। তার মধ্যে ২০জন ছেলে ও ২০ জন মেয়ে। তাদের প্রথম সন্তানের নাম ছিল আব্দুল্লাহ।[৩১]

৫. **বিবাহ বিচ্ছেদ :** সাধারণভাবে তালাক প্রদানের সকল ক্ষমতা একমাত্র পুরুষের। তবে স্ত্রী নির্যাতিতা হলে অথবা বিবাহের পর স্বামী যদি চিররুগ্ন, পুরুষত্বহীন হয়ে যায় অথবা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দাম্পত্য জীবনে ফাটল ধরে, আর স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক না দেয়। তাহলে স্ত্রী কর্তৃক অর্পিত তালাকের পদ্ধতি গ্রহণ করে পৃথক হতে পারবে। এমতাবস্থায় কুর'আন কোন কিছুর বিনিময়ে স্ত্রীকে খুল'আ এর মাধ্যমে বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদান করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ .

"এ তালাক দু'বার পর্যন্ত, তারপর হয় বিধিমত স্ত্রীকে রাখবে, না হয় সদয়ভাবে মুক্ত করে দেবে। তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের যা কিছু দিয়েছ তা থেকে কোন কিছু গ্রহণ করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়; কিন্তু স্বামী এবং স্ত্রী উভয় যদি আশংকা করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তারপর তোমরা যদি ভয় কর যে, তারা উভয় আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করে চলতে পারবে না, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী যদি বিনিময় দিয়ে নিস্কৃতি পেতে চায়, তাতে তাদের কারও কোন পাপ নেই। এ হল আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা। সুতরাং তা লঙ্ঘন কর না। যারা আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করবে তারাই জালিম।"[৩২]

জাহিলী যুগে নারী নির্যাতনের একটি অপকৌশল এ যে, স্বামী কোন কারণে তার স্ত্রীর ওপর অসন্তুষ্ট হলে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে তাকে তালাক দিত। আবার ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে

তাকে ফিরিয়ে আনত। ফিরিয়ে আনার পরই পুনরায় তালাক দিত। ইদ্দত শেষ হওয়ার পূর্বেই আবার ফিরিয়ে আনত। আবার তালাক দিত এবং আবার ফিরিয়ে আনত। এমনি করে সারা জীবন ঝুলন্ত অবস্থায় রেখে স্ত্রীকে কষ্ট দিত। নিজেও তাকে দাম্পত্য অধিকার হতে বঞ্চিত রাখত। আবার তালাক দিয়ে তাকে অন্য স্বামী গ্রহণের সুযোগও দিত না। আল-কুর'আন এ অমানবিক অত্যাচার হতে নারীকে মুক্তি দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ .

"আর যখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও এবং তাদের ইদ্দত পূর্তির কাছাকাছি হয়, তখন তোমরা তাদের হয় বিধিমত রেখে দেবে অথবা যথাবিধি মুক্ত করে দেবে; কিন্তু জ্বালাতন ও বাড়াবাড়ি করার উদ্দেশ্যে তাদের আটকে রেখ না। আর যে এরূপ করে সে তো নিজের প্রতি জুলুম করে। আল্লাহর্ নির্দেশাবলীকে তোমরা হাসি-তামাশার বস্তু কর না।"[৩৩]

৬. **সম্পদের উত্তরাধিকার :** পিতা-মাতা আত্মীয় স্বজনের সম্পত্তিতে পুরুষের যেমন অধিকার রয়েছে, তেমনি নারীদেরও অধিকার রয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতে নারী-পুরুষের আলাদা-আলাদা অংশ আল্লাহ্ নিজেই নির্ধারণ করে দিয়ে তা সুষ্ঠু বণ্টনের নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا .

"পুরুষদের জন্য অংশ আছে সে সম্পত্তিতে যা পিতা-মাতা ও নিকট আত্মীয়রা রেখে যায় ; এবং নারীদের জন্যও অংশ আছে সে সম্পত্তিতে যা পিতা-মাতা ও নিকট-আত্মীয়রা রেখে যায়, হোক তা অল্প কিংবা বেশি। তা অকাট্য নির্ধারিত।"[৩৪]

৭. **স্ত্রীকে উপ-পত্নী হিসেবে গ্রহণ না করা :** আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে স্ত্রীদেরকে একমাত্র বিবাহের জন্য গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ.

"তোমাদের জন্য হালাল সতী-সাধ্বী মু'মিন নারী এবং আহলে কিতাবের সতী-সাধ্বী নারী, যখন তোমরা তাদের মহর প্রদান কর স্ত্রীরূপে গ্রহণ করার জন্য, প্রকাশ্য ব্যভিচার কিংবা উপ-পত্নীরূপে গ্রহণের জন্য নয়।[৩৫]

উপরিউক্ত আয়াতের বর্ণনা হতে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদেরকে স্ত্রীদেরকে একমাত্র বিবাহের জন্য গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন ব্যভিচারের বা উপ-পত্নী গ্রহণের জন্য নয়।

৮. **সুবিচার পাওয়া :** স্ত্রীদের মাঝে সুবিচার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে মহাগ্রন্থ আল-কুর'আন ও হাদীসে অনেক বর্ণনা এসেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا .

"তোমরা কখনও ন্যায়বিচার করতে পারবে না স্ত্রীদের মধ্যে যদিও তোমরা তা করতে চাও। তবে তোমরা সম্পূর্ণভাবে ঝুঁকে পড় না যাতে একজনকে ফেলে রাখ ঝুলন্ত অবস্থায়। যদি তোমরা নিজেদের সংশোধন কর এবং মোত্তাকী হও তবে আল্লাহ্ তো পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"[৩৬]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا .

"আর যদি তোমরা ভয় কর যে, এতিম মেয়েদের ব্যাপারে সুবিচার করতে পারবে না, তবে বিবাহ করে নেও অন্য নারীদের মধ্য থেকে যাকে তোমাদের মনঃপুত হয়–দুই, তিন কিংবা চারজন পর্যন্ত। কিন্তু যদি আশংকা কর যে, তাদের মধ্যে সুবিচার করতে পারবে না, তবে একজনকে অথবা তোমাদের স্বত্বাধীন ক্রীতদাসীকে। এতেই পক্ষপাতিত্বে জড়িত না হওয়ার সম্ভাবনা অধিক।[৩৭]

৯. **স্বামী-স্ত্রীর অমিলের সময় শালিস নিযুক্ত করা :** যখন স্বামী-স্ত্রীর বিরোধ চরম আকার ধারণ করে, তাদের বিষয়টি জটিল হয়ে দাঁড়ায়, তাদের কার পক্ষ থেকে অনিষ্ট সাধিত হচ্ছে তা জানা না যায় এবং তাদের অনৈক্য আল্লাহ নিষিদ্ধ অপরাধ ও জুলুমের পর্যায়ে যাওয়ার আশংকা করা হয় তখন তাদের মধ্যে শালিসী শরীআতসম্মত হবে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ্ বলেন :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا.

"তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধের আশংকা করলে তোমরা তার (স্বামীর) পরিবার থেকে একজন ও তার (স্ত্রীর) পরিবার থেকে একজন শালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত।"[৩৮]

চ. তালাক প্রাপ্তা নারীর পুণরায় বিয়ের অধিকার

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য পারিবারিক জীবন যখন দুর্বিসহ হয়ে পড়ে তখন ইসলাম তালাক বৈধ ঘোষণা করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে নিয়ম হল তালাক প্রাপ্তির পর তিন হায়েজ অতিক্রান্ত হওয়াই আল্লাহর বিধান এবং ইদ্দত পালনকালে স্ত্রী তার স্বামীর ঘরে অবস্থান করলে স্বামীর ওপর তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা অবশ্য কর্তব্য। আর যদি এ সময়ের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সংশোধন হয়ে যায় এবং স্বামী যদি স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে চায় তাহলে নিতে পারবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .

"আর তালাকপ্রাপ্তা নারী তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেকে প্রতীক্ষায় রাখবে। তাদের পক্ষে বৈধ নয় গোপন রাখা যা আল্লাহ্ তাদের জরায়ুতে সৃষ্টি করেছেন, যদি তারা আল্লাহ্ এবং পরকালে বিশ্বাসী

হয়। আর যদি তারা আপোস–মীমাংসা করতে চায় তবে ঐ সময়ে তাদের ফিরিয়ে নিতে তাদের স্বামীরা অধিক হকদার। নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন পুরুষদের আছে তাদের ওপর। আর নারীদের ওপর রয়েছে পুরুষদের মর্যাদা। আল্লাহ্ পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ।"[৩৯]

ছ. বিধবা নারীর পারিবারিক অধিকার

ইসলাম ব্যতীত সকল ধর্মে স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রী মর্যাদাহীন হয়ে পড়ত। হিন্দুধর্মে স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রীকেও আত্মহুতি দিতে হত। দ্বিতীয় বিবাহের ব্যাপারে ছিল না কোন স্বাধীনতা। কুর'আনে বিধবা নারীকে বিবাহ দেয়ার জন্য উৎসাহিত করেছে। বিধবা নারীরা অবহেলার পাত্র নয়, সমাজে তাদেরও মর্যাদা রয়েছে, তারা ইচ্ছা করলে পুনরায় স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ .

"তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মৃত্যুবরণ করে, তাদের স্ত্রীরা চারমাস দশদিন প্রতীক্ষা করবে। তারপর যখন তারা তাদের 'ইদ্দতকাল পূর্ণ করে নেবে, তখন বিধিমত তারা নিজেদের ব্যাপারে যা করবে তাতে তোমাদের কোন পাপ নেই। তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। আর যদি তোমরা সে নারীর কাছে ইঙ্গিতে বিবাহের পয়গাম পাঠাও কিংবা নিজেদের অন্তরে গোপন রাখ, তবে তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। আল্লাহ্ জানেন যে, অবশ্যই সে নারীদের কথা তোমরা বলবে। কিন্তু বিধিমত কথাবার্তা ছাড়া তাদের সাথে বিবাহ করার গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখ না এবং নির্ধারিত 'ইদ্দতকাল পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহের কাজ সম্পন্ন করার দৃঢ় সংকল্প কর না। আর জেনে রেখ যে, তোমাদের মনে যা আছে, আল্লাহ্ তা জানেন, সুতরাং তোমরা তাঁকে ভয় কর। আরও জেনে রেখ যে, আল্লাহ্ পরম ক্ষমাশীল, পরম সহনশীল। "[৪০]

উপসংহার

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। নারী ও পুরুষ এ শ্রেষ্ঠত্বের অংশীদার। তাদের যৌথ প্রচেষ্টার ফসল পৃথিবীর এ মানব সভ্যতা। নারী ও পুরুষ অখণ্ড মানব সমাজের দু'টি অপরিহার্য অঙ্গ। এ দু'টি অঙ্গই একে অপরের পরিপূরক। জীবন চলার দুর্গম পথ-পরিক্রমায় নারী পুরুষের এবং পুরুষ নারীর প্রেরণার উৎস। কিন্তু কুর'আন নাযিলের পূর্বে বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারীরা ছিল বঞ্চিত, অবহেলিত, নির্যাতিত ও নিপীড়িত। মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে কুর'আন নাযিল পর্যন্ত নারী সমাজ ছিল মর্যাদাহীন ও অধিকার বঞ্চিত। এমনকি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে জীবন্ত কবর দেয়ার প্রচলন পর্যন্ত ছিল। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে আল্লাহর মনোনীত জীবন ব্যবস্থা আজ থেকে পনেরশত বছর পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুর'আন নাযিলের মাধ্যমে পুরুষের পাশাপাশি নারী জাতিকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করেছে। আল-কুর'আন একাধিক স্থানে দ্ব্যর্থহীন ও অকুণ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করছে যে, নর-নারী একই আত্মা থেকে সৃষ্ট।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ

১ ড. মুহাম্মদ এনামুল হক [সম্পাদিত], *বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, (ঢাকা : বাংলা একাডেমি, জুন, ২০০৯ খ্রি.),পৃ. ৭২৬

২ ইবনে রুশদ আল কুরতুবী, কাযী আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ, *বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাসিদ* (বৈরুত, দারু ইবনে হাযম, ১৯৯৯ খ্রি.), পৃ. ৩৯৩-৪০০

৩ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ আদমকে, নূহকে ও ইবরাহীমের বংশধর এবং 'ইমরানের বংশধরকে বিশ্বজগতে মনোনীত করেছেন। এরা একে অপরের বংশধর। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞ।" -আল-কুর'আন, ৩ : ৩৩-৩৪

৪ কেননা মহান আল্লাহ বলেন :

فنجيناه واهله اجمعين .

'আমি তাকে ও তার পরিবারের সবাইকে উদ্ধার করলাম।' -সূরা শু'আরা, আয়াত : ২৬

৫ ড. শহীদ আহমেদ চৌধুরী, *মুসলিম অইনের ইতিহাস* (ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ২০০৪ খ্রি.), পৃ ২৩

৬ মাওলানা নো'মান আহমদ, *ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার* (ঢাকা : শিবলী প্রকাশনী, ১৯৯৬ খ্রি.), পৃ. ৯৭

৭ আহমাদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী, *আল-মিসবাহুল মুনীর* (বৈরূত : মাকতাবাতু লেবানন, প্রথম সংস্করণ, তা.বি.), পৃ. ২৫৪

৮ আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন আবূ সাহল আহমাদ আস-সারাখসী, *আল-মাবসূত* (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, তা.বি.), খ. ২৮, পৃ. ৪৯৮; আবূ হানীফা ইব্‌ন আবিদীন, *রদ্দুল মুহতার 'আলাদ দুররিল মুখতার* (বৈরূত : দারুর ফিকর, ২০০০ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৮৭

৯ আল-কুর'আন, ৪ : ১

১০ আল-কুর'আন, ২ : ২২৩

ছানাউল্লাহ পানীপথী রহ. উক্ত আয়াতের অংশ "তোমাদের নিজেদের ভবিষ্যত রচনার ক্ষেত্রে এখনি ব্যবস্থা গ্রহণ কর" এর ব্যাখ্যায় বলেন : "তোমরা বিয়ে দ্বারা উপস্থিত স্বাদ গ্রহণকে উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করোনা বরং তা থেকে এমন কোন লাভ করতে চেষ্টা কর, যার ফলে দ্বীনি উপকার হবে। যেমন : বিশেষ গোপনীয় অঙ্গের পবিত্রতা বিধান এবং পূণ্যবান ও যোগ্য সন্তান লাভ করা যারা আল্লাহর কাছে কল্যাণের দো'য়া ও মাগফিরাত (ক্ষমা প্রার্থনা) কামনা করবে।"

১১ আল-কুর'আন, ১৮ : ৪৬

১২ আল-কুর'আন, ৭ : ১৮৯

১৩ আল-কুর'আন, ৩০ : ২১

উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ের (لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا) 'যাতে তার কাছে সে শান্তি পায়' এবং (لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا) 'যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও' আয়াত দু'টি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা পুরুষদের জন্য পুরুষদের থেকে স্ত্রীদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যাতে পুরুষরা তাদের স্ত্রীদের সান্নিধ্যে শান্তি লাভ করতে পারে। মূলতঃ বেহেশ্তে আদম 'আলাইহিস্ সালামের নিঃসঙ্গতা দূরীকরণ ও শান্তি লাভের জন্যই হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহর অনেক নিদর্শনসমূহ হতে ইহাও একটি অনন্য নিদর্শন।

১৪ 'আব্দুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ রা. হতে বর্ণিত :

عن ابن مسعود قال : أسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشيا ليس له زوج يسكن إليها فنام نومة فاستيقظ فإذا ثم رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه فسألها من أنت قالت امرأة قال ولم خلقت قالت لتسكن إلي قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ علمه ما عدا يا آدم قال حواء قالوا لم سميت حواء قال لأنها خلقت من شيء حي .

-যারকানী, মুহাম্মদ ইব্ন আব্দিল বাকী, *শারহুয যারকানী*, খ. ৩ (বৈরূত : দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ১৪১১ হি.), পৃ. ২৯২

১৫ শানকীতী, *আদওয়াউল বায়ান*, খ. ২, পৃ. ১৪৯

১৬ আলূসী, *রূহুল মা'আনী ফী তাফসীরিল কুর'আনিল 'আজীম ওয়াস সাব'য়িল মাছানী*, খ. ৬, পৃ. ৪৭৫; বাগাভী, *মা'আলিমুত তানযীল*, খ. ৩, পৃ. ৩১১।

হাওয়া এর প্রতি আদম 'আলাইহিস্ সালামের ভালবাসায় আসক্ত হওয়া প্রসঙ্গে বাইবেলে এসেছে : "And the rib, which the LORD God had taken from man, made he a woman, and brought her unto the man. And Adam said, This is now bone of my bones, and flesh of my flesh: she shall be called Woman, because she was taken out of Man. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife: and they shall be one flesh." "সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে একজন স্ত্রী নির্মান করিলেন ও তাঁহাকে আদমের নিকট আনিলেন। তখন আদম কহিলেন, এইবার (হইয়াছে); ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস; ইহার নাম নারী হইবে, কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন। এই আরণে মানুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে।" *-Holy Bible,* Genesis, 2 : 22-24, P. 3

১৭ আল-কুর'আন, ৪ : ১।

১৮ আল-কুর'আন, ৪৯ : ১৩

১৯ পৃথিবীতে প্রতিনিধি প্রেরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন (إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً .) "আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করতে চাই।" -আল-কুর'আন, ২ : ৩০

২০ আল-কুর'আন, ৫ : ৫

২১ তিরমিযী, আবূ ঈসা মুহাম্মাদ ইবন ঈসা, *আস্-সুনান* (বৈরূত : দারু ইহইয়াইত তুরাছিল 'আরাবী, তা.বি.), হাদীস নং-১০০১

২২ আল-কুর'আন, ১৭ : ২৩। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا

رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال ثم أمك قال ثم من
قال ثم أمك قال ثم من قال ثم أبوك .

আবু হুরায়রা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার ও সৎসঙ্গ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকারী কে? তিনি বললেন : তোমার মা। সে বলল : অতঃপর কে? তিনি বললেন : তোমার মা। সে আবার বলল : অতঃপর কে? তিনি বললেন : তোমার মা। সে পুনরায় বলল : অতঃপর কে? তিনি উত্তর দিলেন : তোমার পিতা। -বুখারী, আবূ 'আব্দিল্লাহ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইসমা'ঈল, *আল-জামে'উস সহীহ* (বৈরূত : দারু ইব্‌ন কাছীর, ১৪০৭হি.), হাদীস নং-৫৬২৬

২৩ আল-কুর'আন, ৪ : ১১

২৪ আল-কুর'আন, ৪ : ২৩। হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে

عن بن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا
عظيما فهل لي من توبة قال هل لك من أم قال لا قال هل لك من خالة قال نعم قال
فبرها.

'আব্দুল্লাহ ইব্‌ন 'উমর রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সা.-এর দরবারে আগমন করে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি একটি বড় গুনাহ করেছি। আমার জন্য তাওবাহর কোন ব্যবস্থা আছে কি? রাসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমার মা জীবিত আছেন? সে বলল: না। তিনি বললেন : তোমার কোন খালা জীবিত আছেন? সে বলল: জী হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সা. বললেন : তার সাথে সদ্ব্যবহার কর। -তিরমিযী, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৯০৫

২৫ আল-কুর'আন, ১৬ : ৫৮ ও ৫৯

২৬ আল-কুর'আন, ২ : ২২৮

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে :

عن الضحاك بن مزاحم قال سمعت أنس بن ما لك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول من أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر.

আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : যে ব্যক্তি পাক-পবিত্র অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চায়, সে যেন অবশ্যই সম্ভ্রম (সতী-সাধ্বী) নারীকে বিবাহ করে। -ইব্‌ন মাজাহ, *আস-সুনান*, হাদীস নং-১৮৬২

২৭ আল-কুর'আন, ৪ : ৪

এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইলকিয়া আল-হিররাসী রহ. বলেন :

وَالنِّحْلَةُ هَاهُنَا الْفَرِيضَةُ ، وَهُوَ مِثْل مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَقِبَ ذِكْرِ الْمَوَارِيثِ : فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ.

"এখানে নিহলা দ্বারা ফরজ বুঝানো হয়েছে যেভাবে মিরাসের আলোচনার পর আল্লাহ বলেন (فريضة من الله) "আল্লাহ পক্ষ থেকে ফরজ।" -আল-জায্‌যাস, *আহকামুল কুরআন*, খ. ২, পৃ. ১০৫

২৮ আল-কুর'আন, ২ : ২২৯

২৯ আল-কুর'আন, ৬৫ : ৭

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. .. ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.

"রাসূলুল্লাহ্ সা. বলেছেন : নারীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই তোমরা তাদেরকে আল্লাহর হিফাজতে গ্রহণ করেছ এবং আল্লাহর নামে তাদের যৌনাংগকে হালাল মনে করছ, তোমাদের ওপর দায়িত্ব সম্ভাবে তাদের জীবিকা ও পোশাক-পরিচ্ছদ দেয়া।" -মুসলিম, *আস-সহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮৮৯-৮৯০

৩০ আল-কুর'আন, ৭ : ১৮৯

৩১ হাইছামী, *মাজমা'উয যাওয়ায়িদ*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৫; 'আজমী, শামসুল হক, '*আওয়ানুল মা'বুদ*, ৫ খণ্ড, পৃ. ৫১৪; আত-তাবারানী, *মু'জামুল আওসাত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৬১, হাদীস নং-২২৩২

৩২ আল-কুর'আন, ২ : ২২৯

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا .

"যদি তোমরা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদের আশঙ্কা কর, তবে স্বামীর পরিবার থেকে একজন সালিশ এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করবে ; তারা উভয়ে মীমাংসা চাইলে আল্লাহ্ তাদের মধ্যে সম্প্রীতি সৃষ্টি করে দিবেন। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।" - আল-কুর'আন, ৪ : ৩৫

৩৩ আল-কুর'আন, ২ : ২৩১। এক হাদীসে এসেছে :

عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل الحديقة وطلقها تطليقة.

সাবিত ইব্ন কায়েস রা. এর স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামে কাছে এসে বলল : হে আল্লাহর রাসূল! আমি সাবিত ইব্ন কায়েসের চরিত্র ও ধর্মপরায়ণতা সম্পর্কে কোন দোষ দিচ্ছি না। কিন্তু আমি চাই না যে, তার সাথে ঘর সংসার করতে গিয়ে ইসলামের সীমা অতিক্রম করে কুফরীর মধ্যে নিপতিত হই। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন : তোমার স্বামী তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিল তুমি কি তাকে তা ফিরিয়ে দিতে রাজী আছ? সে বলল : হ্যাঁ, আমি রাজী আছি। তখন রাসূল সা. সাবিত ইব্ন কায়েস রা.কে বললেন : তুমি বাগানটি গ্রহণ কর এবং তোমার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও।

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, নাফে' রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : সাফিয়্যা বিন্ত আবী 'উবায়দাহ রা. তাঁর যা কিছু সব দিয়ে খুল'আ করে তাঁর স্বামী হতে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু 'আব্দুল্লাহ ইব্ন 'উমর রা. তা মানতে অস্বীকার করেননি

৩৪ আল-কুর'আন, ৪ : ৭

৩৫ আল-কুর'আন, ৫ : ৫

৩৬ আল-কুর'আন, ৪ : ১২৯

৩৭ আল-কুর'আন, ৪ : ৩

৩৮ আল-কুর'আন, ৪ : ৩৫

৩৯ আল-কুর'আন, ৪ : ২২৮

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইব্ন কাছীর রহ. বলেন : আলোচ্য আয়াতে স্বামী-স্ত্রী মিলনের পর তালাকপ্রাপ্তা নারীদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তারা যেন তালাকের পর তিন হায়েয পর্যন্ত নিজেদের অপেক্ষায় রাখে। অর্থাৎ তালাকপ্রাপ্তির পর তিন হায়েয অতিক্রান্ত হওয়াই আল্লাহর বিধান। এরপর ইচ্ছা করলে সে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে। তবে এ সময়ের মধ্যে পূর্বের স্বামীই ফিরিয়ে নেয়ার অধিক দাবীদার।

৪০ আল-কুর'আন, ২ : ২৩৪ ও ২৩৫।